مذهب الإسلام الأول

للأستاذ عبد العزيز بن سعود بن حمد المعولي (حفظه الله)



قام بترجمته إلى اللغة البنغالية

حبيب الله بهار

Design & Print: Habib Khan
+8801817-54 67 54

ইসলামের প্রথম মাযহাব

আব্দুল আযিয ইবনু সুয়ুদ আল মি'ওয়ালি



অনুবাদ

মাওলানা মুফতি হাবিব উল্লাহ বাহার

Design & Print: Habib Khan
+8801857-54 67 54

ইসলামের প্রথম মাযহাব

গ্রন্থনা

শায়খ আব্দুল আযিয ইবনু সুয়ুদ আল মি'ওয়ালি

অনুবাদ

হাবিব উল্লাহ বাহার

مَذْهَبُ الْإِسْلَامِ الْأَوَّلُ

للأستاذ عبد العزيز بن سُعود بن حَمَد المِعْوَلِي.

ترجمه إلى اللغة البنغالية

حبيب الله بَهار

طبع على نفقة فاعل الخير

দাওহাতুল আদব

দ্বীনি ইলম বিস্তারের একটি প্রতিষ্ঠান

চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

যোগাযোগ: ০১৮২২-১০৪১৪৩
habibullahbahar৪১৪৩@gmail.com
প্রথম প্রকাশ: আগস্ট ২০২৫ ঈ.
প্রুফ: জারির ইবনু কামাল ও মুশফিকুস সালেহিন
প্রচ্ছদ: হাবিব খান

بيانات الكتاب

اسم الكتاب: مذهب الإسلام الأول.

التأليف: أ. عبد العزيز بن سُعود بن حَمَد المِعْوَلِي.

الترجمة: حبيب الله بهار. المُراجعة: جرير بن كمال.

التدقيق اللغوي: مشفق الصالحين. تصميم الغلاف: حبيب خان.

عدد النسخ: ١٠٠٠. عدد الصفحات: ٣٢. سنة النشر: أغسطس ٢٠٢٥م.

عدد الكلمات: ٧٠٠٨، عدد الأحرف: ٣٦٩٥٧.

الورق: أصفر فاتح. الطباعة: لونان.

ملتزم الطبع: دوحة الأدب، شيتاغونغ، بنغلاديش.

বিক্রয়ের জন্য নয়

يُوزع مجانا، ولا يُباع

লেখকের ভূমিকা

সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক নবিজীর উপর; যিনি প্রেরিত হয়েছিলেন সবার জন্য রহমত হয়ে। আল্লাহ তায়ালা ইসলামকে একমাত্র মনোনীত ধর্ম বানিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে তার রজ্জুকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরার আদেশ দিয়েছেন। বিজয় ও সফলতা অর্জনের জন্য দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মতো ঐক্যবদ্ধ থাকতে বলেছেন। অনৈক্য ও বিভেদকে ব্যর্থতা ও সমূহ ক্ষতির কারণ বলে চিহ্নিত করেছেন। তিনি বলেছেন, "তোমরা বিভেদ করো না; কারণ এতে শক্তিহীন ও ব্যর্থ হয়ে পড়বে"। [সূরা আল আনফাল, আয়াত: ৪৬] তিনি নবিজিকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, "যারা তাদের দ্বীনকে শতধাবিভক্ত করে নানা দলে ভাগ হয়েছে তাদের সাথে আপনার ন্যূনতম সম্পর্ক নেই"। [সূরা আল আনয়াম, আয়াত: ১৫৯] 'প্রত্যেক দল তাদের কার্যক্রম নিয়ে উল্লসিত' [সূরা মুমিনুন, আয়াত: ৫৩]- এমন যেন আমরা না হই। আমাদেরকে সিরাতে মুস্তাকিমের অনুসারী হতে হবে। পরম সত্য কুরআন ও হাদিসের অনুসরণ করতে হবে। এর অকাট্য নির্দেশনার পরিপন্থী যা হবে, তা বর্জনীয়, হোক তা বড় কোনো আলিমের কথা। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তোমরা কোনো বিষয়ে মতবিরোধে পতিত হলে আল্লাহ ও তার রসূলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো।' [সূরা আন নিসা, আয়াত: ৫৯]

অবিচল হকের অনুসারিদের মাযহাব 'ইবাদিয়্যা'-এর আকিদা, ফিকহ ও ঐতিহাসিক পরিক্রমা নিয়ে কিঞ্চিত আলোচনা করছি। এটি ইসলামের প্রথম মাযহাব। অথচ অধিকাংশ মুসলমান এ সম্পর্কে সামান্যতম ধারণাও রাখে না। অনেকে হয়তো উমাইয়া শাসকদের প্রচারিত বিভ্রান্তিকর ও অসত্য তথ্য জেনেছে, যা পরবর্তীতে মতবাদ বিষয়ে লিখিত বইপত্রের লেখকেরাও এনেছেন। এদের ক্ষেত্রে কুরআনের এই আয়াতটি সত্য প্রমাণিত হয়, 'আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যে সকল আচার পালন করতে দেখেছি, তা-ই অন্ধের

মতো অনুসরণ করে যাবো'। [আয যুখরুফ, আয়াত: ২৩] আমরা আমাদের মাযহাবের সত্য উপস্থাপন করছি, এর মানে এই না যে, অপরাপর ফিকহি মাযহাবের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধায় ঘাটতি আছে।

এই সংক্ষিপ্ত লেখার উদ্দেশ্য হল আমাদের মাযহাবের লোকদের তাদের মাযহাবে অটল থাকতে সহায়তা করা এবং অন্যান্য মাযহাবের সত্য উদঘাটন করতে ইচ্ছুক ভাইদের জন্য কেয়ামতের দিন এ কথাগুলো যেন প্রমাণ হয়। তারা ইবাদি মাযহাব গ্রহণ না করলেও অন্তত এ মাযহাবকে যেন ইনসাফের চোখে দেখেন, অহেতুক শত্রুতা পোষণ না করেন এবং অসত্য প্রচারে প্রভাবিত না হন।

ইবাদিয়্যা- অবিচল হক মাযহাব

ইসলামি সকল ধারার মধ্যে ইবাদিরা আল্লাহ ও তার রসূলের মানহাজকে সবচেয়ে যথাযথভাবে অনুসরণ করে। রসূলুল্লাহ (সা.) তাদের অনুপম আদর্শ। আযহারের সিনিয়র উস্তাযদের একজন আল্লামা আব্দুল হাফিজ আব্দু রাব্বিহি 'ইবাদিয়্যাহ: মাযহাব ও তরবিয়ত'- বইয়ে লিখেছেন, 'এরাই ইস্তিকামাতের অধিকারী। বাস্তবে এরাই রসূলুল্লাহ (সা.) ঘোষিত মুক্তিপ্রাপ্ত দল। আল্লাহ এবং তার রসূল এ ধারাকে অনুসরণ করতে বলেছেন। এটি আল্লাহর ইবাদত ও সন্তুষ্টির পথ।'[১] কবি বলেছেন,

প্রিয় নবির পদাঙ্ক অনুসারী ওরা
বিচ্যুত করে নি ওদের শয়তান কিংবা প্রবৃত্তি[২]

মাযহাবের ইতিহাস

আবদুল্লাহ ইবনু ইবাদ তামিমি ছিলেন এই আদর্শের অন্যতম প্রচারক এবং রাজনৈতিক মুখ। তাই উমাইয়া শাসকেরা ইস্তিকামাতের অনুসারীদের 'ইবাদি' বলে সম্বোধন করতো। তারাও এই নাম মেনে নিয়েছিলেন। আদতে এই মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা বিখ্যাত তাবিয়ি জাবির ইবনু যাইদ (মৃত: ৯৩ হি.)। তিনি আয়িশা, ইবনু উমার ও ইবনু

১. আল ইবাদিয়্যাহ মাজহাবুন ওয়া সুলুক, সায়্যিদ আব্দুল হাফিজ আব্দু রব্বিহি, পৃষ্ঠা: ৬২৪।

২. আদ দিওয়ান, আবু মুসলিম রওয়াহি, পৃষ্ঠা: ২০৬।

আব্বাস (রা.)- এর কাছে ইলম শিখেছেন। তার জ্ঞান ও প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে ইবনু আব্বাস (রা.) বলেছিলেন, 'তোমরা জাবির ইবনু যাইদকে মাসয়ালা জিজ্ঞেস করো; পূব-পশ্চিমের সকল লোকে তাকে জিজ্ঞেস করলেও তার ইলম শেষ হবে না'[৩]। জাবিরের মৃত্যুর পর সাহাবি আনাস ইবনু মালিক বলেছিলেন, 'আজ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আলিম মারা গেছেন'[৪]। মূলনীতি ও শাখাগত মাসয়ালায় ইবাদিরা আজও জাবিরের আদর্শের অনুসারী।

ইবাদি মাযহাব ইসলামের প্রথম ফিকহি মাযহাব। বরং এটি জ্যেষ্ঠ সাহাবিদের মাযহাব। জাবির জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮ হিজরি সালে। যাইদি মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা যাইদ ইবনু আলির জন্ম ৭৯ সালে। আর সর্বপ্রাচীন সুন্নি হানাফি মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা আবু হানিফা জন্মগ্রহণ করেছেন ৮০ হিজরি সালে।

ইবাদি মাযহাব তখন বিকশিত হতে শুরু করেছিল। নাহরওয়ানবাসীদের অনেকে এতে যোগ দিয়েছিলেন। এরা সিফফিনের যুদ্ধে মুয়াবিয়া ও তার বিদ্রোহী বাহিনীর বিরুদ্ধে বৈধ খলিফা আলি (কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু)- এর শিবিরে ছিলেন। তারা খলিফাকে সর্বোত্তম পরামর্শ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন বিদ্রোহী দল রক্তপাত বন্ধ করে আনুগত্যে ফেরা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে। যেমনটা কুরআনের নির্দেশ, 'মুমিনদের একটি দল যদি অন্যটির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে; তোমরা বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যতক্ষণ না তারা আল্লাহর আদেশ মান্য করে।' [সূরা হুজুরাত, আয়াত: ৯] কিন্তু আলি

---

৩. আত তবাকাত, দুরজিনি, পৃষ্ঠা: ২/২০৫। আস সিয়ার, আশ শাম্মাখি, পৃষ্ঠা: ১/৬৭। আল উকুদুল ফিদ্দিয়্যাহ, আল হারিসি, পৃষ্ঠা: ৯৫। আর রফ' ওয়াদ দম, আহমাদ ইবনু সুয়ুদ আস সিয়্যাবি, পৃষ্ঠা: ১০।

৪. আস সিয়ার, আশ শাম্মাখি, পৃষ্ঠা: ১/৬৮। দিরাসাত আনিল ইবাদিয়্যাহ, উমার নামি, পৃষ্ঠা: ৬৪। রিওয়ায়াত ইবাদিয়্যাহ (নিকাহুশ শিগার গ্রন্থের অধিভুক্ত পাণ্ডুলিপি), আবদুল্লাহ ইবনু আব্দিল আযিয, পৃষ্ঠা: ২০। মাকানাতু নাযওয়া আত তারিখিয়্যাহ, আহমাদ ইবনু হামাদ আল খলিলি, পৃষ্ঠা: ৪ আর রফ' ওয়াদ দম, আহমাদ ইবনু সুয়ুদ আস সিয়্যাবি, পৃষ্ঠা: ১০।

(কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু) এই পরামর্শ গ্রহণ না করে যুদ্ধ থামিয়ে দেন। ফলে তার ক্ষমতা হ্রাস পায়, খিলাফত শক্তিহীন হয়ে পড়ে। শাম মুয়াবিয়ার একচ্ছত্র ক্ষমতাকেন্দ্র হয়ে ওঠে।

আলাদা হওয়ার কাল

নাহরওয়ানবাসী; যাদের মধ্যে অনেক সাহাবিও ছিলেন, তারা এই সালিশ মেনে নিতে অস্বীকার করেন এবং যুদ্ধ ত্যাগ করে নাহরওয়ান এলাকায় অবস্থান নেন। তাদের নীতি ছিল শক্তিপ্রদর্শন না করা এবং কোনো মুসলমানের জানমালের ক্ষতি না করা। কিন্তু স্বল্পসময়ের মধ্যে নাফি ইবনুল আযরকের নেতৃত্বাধীন আযারিকারা এবং নাজাদাত ও সুফরিয়্যারা উদ্ভট এক চিন্তা নিয়ে হাজির হয়। তারা বিরোধীদের কাফের ফতোয়া দিয়ে জানমালহানী করতে থাকে। তাদের চোখে কাবিরা গুনাহকারিরা ছিল মুশরিকদের মতো কাফির। এভাবে তারা এবং তাদের অনুসারীরা হত্যা ও তাকফিরের খারেজি নীতির বীজ বপন করে। ইবাদিরা খারেজিদের বিপরীতে অবস্থান নেয়। এজন্য শাইবান খারেজির নেতৃত্বাধীন সুফরিয়্যাহরা ওমানে প্রবেশ করতে চাইলে ইমাম জুলান্দা ইবনু মাসউদের নেতৃত্বে ইবাদিরা তাদের পরাস্ত করে। আলহামদুলিল্লাহ, বর্তমানে খারেজিরা বিলুপ্ত। তবে দুঃখজনকভাবে বর্তমানে কিছু চরমভাবাপন্ন তাকফিরপন্থী লোক জিহাদের নামে বা নিজেদের মাযহাবকে সাহায্য করার নামে খারেজিদের আদর্শ ধারণ করে মুসলমানদেরকে বোমা মেরে হত্যা করছে।

কবি বলেছেন, আল্লাহর শোকর, ভ্রান্ত পথ থেকে তিনি আমাদের মুক্ত করেছেন.....আমরা নবির সাথে সত্য পথে অবিচল; অবিরাম[৫]

অন্যদের সাথে ব্যবহার

ইবাদিরা প্রথম থেকেই অন্যান্য মুসলমানদের সাথে সবচেয়ে কোমল আচরণকারী। তারা আল্লাহ তায়ালার অনুপম নির্দেশনা অনুভব করেছিলেন। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, "তোমরা সকলে এই

৫. আদ দিওয়ান, আবু মুসলিম নাসির ইবনু সালিম ইবনু আদিম আর রওয়াহি, পৃষ্ঠা: ২০৮।

একই উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত। আর আমি তোমাদের প্রতিপালক। অতএব তোমরা আমাকে ভয় করো”। [সূরা আল মুমিনুন, আয়াত: ৫২] এটি তাদেরকে সুস্পষ্ট পথের দিশা দিয়েছিল। সত্য ও সঠিক বিষয়ের অনুসরণে তারা কখনোই পিছপা হতেন না। হোক সেটা অন্যান্য মুসলমানদের কাছ থেকে আসুক। ইবাদিদের কিতাবপত্রে এর যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। আবু হামযা আশ শারি (রহ.) মদিনায় রসূলুল্লাহর (সা.) মিম্বারে বসে বলেছিলেন, ‘একজন লোককে আমরা আমাদের অন্তর্ভুক্ত মনে করি; যদি না সে মূর্তিপূজারী মুশরিক বা আহলে কিতাবের কাফির হয়, অথবা এমন জালিম শাসক হয় যে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী শাসন করে না’[৬]।

ইমাম নুরুদ্দিন আবদুল্লাহ ইবনু হুমাইদ সালিমি (রহ.) বলেছেন, ‘আমরা মানুষের কাছে আল্লাহ ও তার রসূলের প্রতি বিশ্বাসের সাক্ষ্য ছাড়া কিছু চাই না। এই দুই বাক্যে বিশ্বাসীর ব্যাপারে আমরা বলি আমাদের ভাই সে। এবং তার অধিকার প্রদান করি’[৭]। এছাড়া ইবাদিরা ওমান, ইয়েমেন ও তিহার্তে যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিল, তাতে সহাবস্থান ও পারস্পরিক সম্মান প্রদর্শনের অনন্য নজির গড়ে উঠেছিল।

শহীদ আল্লামা সায়্যিদ কুতুব লিখেছেন, ‘সুখের বিষয় হল, ইবাদিদের ফিকহ এবং আকিদা এতটাই নমনীয় যে, এটি আমাদের জানামতে একজন ব্যক্তির ইসলামের মৌলিক আকিদায় বিশ্বাসী মুসলমান হতে কোনো বাধা তৈরি করে না’[৮]।

সংখ্যাগত মূল্যায়ন

---

৬. তারিখুল উমামি ওয়াল মুলুক, আত তবারি, পৃষ্ঠা: ৪/৩২৯। আল আগানি, আল আস্ফাহানি, পৃষ্ঠা: ২/১০৪। আল ইকদুল ফারিদ, ইবনু আব্দি রব্বিহি, পৃষ্ঠা: ৪/১৪৪-১৪৭। জামহারাতু খুতাবিল আরব ফি উসুরিল আরাবিয়্যাতিয যাহিরা, পৃষ্ঠা: ২/৪৭৭।

৭. কাশফুল হাকিকহ লিমান জাহিলাত তরিকহ, নুরুদ্দিন আস সালিমি, পৃষ্ঠা: ২৫।

৮. আশ শিহাব ম্যাগাজিন, জুমাদাল উলা, সংখ্যা ১৫, সাল ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ/১৩৬৭হি।

হে প্রিয় ভাই, জেনে রাখবেন সত্যের অনুসারী অল্প হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। সংখ্যা নয়, গুণই মুখ্য। মক্কা, মদিনা, আর তাবৎ যুদ্ধে রসূলের সাথে যারা ছিল, তাদের তুলনায় মুশরিকদের সংখ্যা কি ঢের বেশি ছিল না?! বর্তমানেও মুসলমানদের তুলনায় কাফিরদের সংখ্যা অনেক বেশি। ফজরের নামাজ জামাতে পড়া লোকের চেয়ে ঘুমে বিভোর থাকা লোকের সংখ্যা যথেষ্ট বেশি। সবসময়ই ভালো ও শ্রেষ্ঠ লোকেরা নগণ্য হয়। আল্লাহ তায়ালা তার কিতাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের প্রশংসা করেন নি। বলেছেন, 'অধিকাংশ লোক আমি প্রাণান্ত চেষ্টা করলেও ঈমান আনবে না' [সূরা ইউসুফ, আয়াত: ১০৩], 'পৃথিবীর সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের অনুসরণ করতে গেলে তারা তোমাকে বিভ্রান্ত করে ছাড়বে' [সূরা আল আনয়াম, আয়াত: ১১৬], 'কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না' [সূরা ইউসুফ, আয়াত: ২১]।

এর বিপরীতে তিনি অল্পসংখ্যক লোকের প্রশংসা করে বলেছেন, 'আমার বান্দাদের মধ্যে খুব কম লোকই শোকরগুজার', 'অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল বৃহৎ দলকে আল্লাহর ইচ্ছায় পরাস্ত করেছে'। অতএব, ভাই আমার আপনি আপনার কাছে যা সত্য, তাকে আঁকড়ে ধরুন, অবিচল থাকুন।

ইবাদিদের সুপ্রতিষ্ঠিত মূলনীতি

ইবাদিদের কাছে শরয়ি বিধানাবলি নির্ধারণের উৎস: কুরআন, হাদিস, ইজমা' এবং কিয়াস। তারা খুব স্বাভাবিকভাবেই বুখারি-মুসলিমসহ সকল হাদিসগ্রন্থ ও সকল মাযহাবের কিতাবাদির গ্রহণযোগ্য ও সহিহ অংশ গ্রহণ করেন। তারা ইমাম রবি ইবনু হাবিব ফারাহিদি সংকলিত 'মুসনাদ'-কে হাদিসের সবচেয়ে বিশুদ্ধ কিতাব মনে করেন। কুরআনের পর এটি সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। এটির সনদ 'স্বর্ণালী পরম্পরা'-তে বর্ণিত। এটি হাদিসের সবচেয়ে প্রাচীন কিতাবও। এর অধিকাংশ বর্ণনা ইমাম আবু উবাইদাহ- জাবির ইবনু যাইদ থেকে বর্ণনা করেছেন। জাবির সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণনা করেছেন। বিশুদ্ধতায় এই কিতাবের পরের অবস্থানে আছে ইমাম

বুখারি সংকলিত 'সহিহ'[৯]। ইমাম দারাকুতনি তার ব্যাপারে বলেছেন, 'হাদিস বর্ণনায় রবি ইবনু হাবিব আল বাসরি পরিত্যাজ্য নন'[১০]।

সিরিয়ান বিখ্যাত ভাষাবিদ ইযযুদ্দিন তানুখি (১৮৮৯-১৯৬৬ খ্রি) লিখেছেন, 'হাদিস সংশ্লিষ্টদের জন্য আনন্দের বিষয় যে, হাদিস সংকলনকারীদের অগ্রভাগে ছিলেন রবি ইবনু হাবিব এবং রবি ইবনু সবিহ। আল্লাহ তায়ালার অপার অনুগ্রহ যে, রবি ইবনু হাবিবের মুসনাদ এখনও সংরক্ষিত আছে। যিনি তার সততা, ধীশক্তি ও বিশ্বস্ততার জন্য বিশিষ্ট'[১১]। [আল ইবাদিয়্যাহ বাইনাল ফিরাকিল ইসলামিয়্যাহ, আলি ইয়াহইয়া মুয়াম্মার, ১৫২-১৫৩]

নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের ইবাদি মাযহাবের ফিকহি কিতাবগুলো দেখা দরকার। যেমন, কুতবুল আয়িম্মাহ মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ আতফায়্যিশ কর্তৃক লেখা 'আন নিল ওয়া শিফাউল আলিল', সালিমি (রহ.) প্রণীত 'শরহুল মুসনাদ' ও অন্যান্য কিতাবাদি। এসব কিতাবে পাঠক বেনজির স্পষ্টবাদিতা ও দলিলের সুস্পষ্টতা পাবেন। তারা অন্যান্য মাযহাবের আলিমদের মতামত অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে আলোচনা করেন।

ইবাদিদের নামাজ পড়ার পদ্ধতি

ইবাদিদের নামাজের সামান্য পার্থক্য দেখে অনেকে অবাক হন। অথচ ইবাদিরা রসূলুল্লাহর সুন্নাহ বাস্তবায়নে অত্যন্ত অগ্রগামী। রসূল (সা.) বলেছেন, 'আমাকে যেভাবে নামাজ পড়তে দেখো, সেভাবে তোমরা নামাজ পড়ো'[১২]। ইবাদিরা হুবহু রসূলুল্লাহর নামাজই আদায় করেন। স্মর্তব্য যে, ওমানবাসী রসূলল্লাহর সাহাবি আমর ইবনুল আসের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন ৬ষ্ট হিজরি সালে। রসূলল্লাহর

---

৯. ফাতাওয়া (অপ্রকাশিত), আল্লামা সাইদ ইবনু মাবরুক আল কন্নুবি।

১০. আদ দুয়াফা ওয়াল মাতরুকুন, দারাকুতনি, পৃষ্ঠা: ২০৮। মিযানুল ইতিদাল, আয যাহাবি, পৃষ্ঠা: ২/৪০, জীবনী নং: ২৭৩৪। আত তারিখুল কাবির, বুখারি, পৃষ্ঠা: ৩/২৭৭। আস সিকাত, ইবনু হিব্বান, পৃষ্ঠা: ৬/২৯৯।

১১. নুরুদ্দিন সালিমি প্রণীত শরহুল মুসনাদের ভূমিকা, ইযযুদ্দিন আত তানুখি, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা: ৩।

১২. বুখারি, ৬৩১, পৃষ্ঠা: ১/১২৮। মুসলিম, ৬৭৪, পৃষ্ঠা: ১/৪৬৫।

নির্দেশ অনুযায়ী আমর ওমানে অবস্থান করে ইসলামের প্রসার করতে থাকেন এবং শরিয়তের নির্দেশনাসমূহ পৌঁছে দিতে থাকেন। রসুলুল্লাহর ইন্তেকালের পর তিনি ওমান ত্যাগ করেছিলেন। স্বাভাবিকতই তিনি আল্লাহর রসূলকে যেভাবে নামাজ পড়তে দেখেছিলেন, সেভাবেই লোকদেরকে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

আমর ইবনুল আস মদিনায় ফিরে যাওয়ার সময় কিছু সংখ্যক ওমানবাসী তার সঙ্গী হয়েছিল। তারা আবু বকরের (রা.) সাথে সাক্ষাত করলে খলিফা তাদের প্রশংসা করেন। নিশ্চয় তিনি সেই দলের নামাজ পড়ার পদ্ধতি দেখেছিলেন। অথচ তিনি এ বিষয়ে কিছু বলেন নি[১৩]।

ওমানবাসী যে রসূলুল্লাহ নির্দেশিত নামাজই পড়েছে, তার আরেকটি নিদর্শন হল বিশিষ্ট সাহাবি মাযিন ইবনু গদুবাহর ওমান থেকে মদিনা গমন। তিনি ইসলামের সুমহান বাণী নিয়ে ওমানে ফিরেছিলেন। এবং নিশ্চয়ই রসূলুল্লাহ এবং সাহাবাকে যেভাবে নামাজ পড়তে দেখেছিলেন, ঠিক সেভাবেই তিনি নামাজ পড়েছেন এবং ওমানবাসী তাকে অনুসরণ করেছে।

ইবাদিরা নামাজের মাসয়ালায় সহিহ ও শক্তিশালী হাদিসকে গ্রহণ করেন। দুর্বল ও মতভেদপূর্ণ দলিল তারা গ্রহণ করেন না। সমস্ত আলিমরা ইবাদিদের নামাজকে সহিহ বলেন। এই নামাজে হাত তোলা হয় না, বাধা হয় না, তাশাহহুদে আঙ্গুল নাড়ানো হয় না, আস্তে বা জোরে আমিন বলা হয় না। অন্যান্য মাযহাবে এগুলোকে মুস্তাহাব বলা হলেও অত্যন্ত মতভেদপূর্ণ। যেমন, হাত কতবার তোলা হবে সেটা নিয়ে অনেকগুলো মত।

সহিহ মুসলিম এবং আবু দাউদে অত্যন্ত শক্তিশালী একটি হাদিস রয়েছে, যাতে শুদ্ধভাবে নামাজ না পড়তে জানা একজন ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে। রসূল তাকে একে একে তিনবার নামাজ দোহরাতে

---

১৩. তুহফাতুল আ'ইয়ান বি সিরাতি আহলি উমান, অধ্যায়: ওমানবাসীর গুণাবলি, পৃষ্ঠা: ১/১২। হুসাইন গব্বাস (আরব আমিরাত), উমান আদ দিমুকরতিয়্যাতুল ইসলামিয়্যা, পৃষ্ঠা: ৩৮-৩৯।

বলেছিলেন। প্রতিবার বলেছিলেন, 'তোমার নামাজ হয় নি, আবার পড়ো'। তখন সেই ব্যক্তি বলেছিলেন, যিনি আপনাকে প্রেরণ করেছেন, তার শফথ করে বলছি- আমাকে নামাজ শিখিয়ে দিন[১৪]। অত্যন্ত বিশদ এই হাদিসে হাত তোলা বা বাধার কথা নেই। এজন্য হাদিসের অনেক ব্যাখ্যাকাররা বলেছেন, এ হাদিসে যে বিষয়সমূহ উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো ওয়াজিব। আর যা এ হাদিসে উল্লেখ হয় নি, তা ওয়াজিব নয়। আল্লামা সানয়ানি তার 'সুবুলুস সালাম' নামীয় কিতাবে লিখেছেন, 'জ্ঞাতব্য যে, এই হাদিসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ হাদিস।ওলামায়ে কেরাম এ হাদিসকে সামনে রেখে বলেছেন, এ হাদিসে উল্লেখিত বিষয়সমূহ ওয়াজিব। এর বাইরে যা আছে, তা ওয়াজিব নয়'[১৫]।

এক কথায় বলা যায়, ইবাদিরা নামাজে মতভেদপূর্ণ বিষয়সমূহ গ্রহণ করে নি। শাফেয়ি মাযহাবের মহান আলিম ইমাম নববি (রহ.) বলেছেন, 'উম্মাহর সর্বসম্মত মত হল, হাত তোলা কোনো পর্যায়েই ওয়াজিব নয়'। ইমাম মালিক থেকে এক বর্ণনায় হাত তোলা মাকরুহ হওয়ার মত পাওয়া গেছে। ইমাম কুরতুবি সূরা কাওসারের তাফসিরে এ মতটি উল্লেখ করেছেন। প্রসিদ্ধ মতানুসারে ইমাম মালিক হাত বাধাকে মাকরুহ মনে করেছেন। তিনি আল মুদাওয়ানায় বলেছেন, 'হাত বাধার ব্যাপারে আমি জানি না'। আল্লামা আইনি হিদায়ার শরাহে এ মতটি ইমাম মালেক ছাড়াও আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর, হাসান বসরি এবং ইবনু সিরিন থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আওযায়ি থেকে হাত বাধা না বাধা 'ঐচ্ছিক ব্যাপার' হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মালেক, তার অধিকাংশ ছাত্র এবং মালেকি মাযহাবের প্রসিদ্ধ

---

১৪. বুখারি, কিতাবুল আযান, অধ্যায়: যে রুকু পরিপূর্ণ করে না, তাকে নামাজ পুনরায় পড়ার আদেশ, ৭৯৩, পৃষ্ঠা: ১/১৫৮। মুসলিম, কিতাবুস সালাত, অধ্যায়: ফাতিহা পড়ার আবশ্যকতা, ৩৯৭, পৃষ্ঠা: ১/২৯৮। আবু দাউদ, কিতাবুস সালাত, অধ্যায়: রুকুতে মেরুদণ্ড সমান না করা ব্যক্তির নামাজ, ৮৫৬, পৃষ্ঠা: ১/২২৬।

১৫. সুবুলুস সালাম শরহু বুলুগিল মারাম, সানয়ানি, পৃষ্ঠা: ১/৩৩৫। আর রফ' ওয়াদ দম, আহমাদ ইবনু সুয়ুদ আস সিয়্যাবি, পৃষ্ঠা: ৮।

মতানুসারে নামাজে হাত ছেড়ে রাখা হবে। যেমনটা ইমাম নববি সহিহ মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলেছেন'[১৬]।

তাফসিরে কুরতুবিতে বলা হয়েছে, 'ইমাম মালিক কোনো ধরনের নামাজেই হাত তুলতেন না'। ইবনুল কাসিম বলেন, 'আমি মালিককে হাত তুলতে দেখিনি। আর আমার কাছে নামাজে হাত না তোলাই অধিক পছন্দনীয়'[১৭]।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ইমাম মালিক তার জ্ঞান অর্জন করেছেন প্রধানত মদিনাবাসী থেকে। বুঝা যায়, মদিনাবাসী নামাজে তাদের হাত বাধতো না এবং এটি ছিল হুবহু রসূলুল্লাহ (সা.) এর নামাজ। ইবাদি মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা জাবির ইবনু যাইদ রসূলুল্লাহর নামাজ শিখেছেন তার সহধর্মিণী সাইয়িদা আয়িশা ও রসূলের চাচাতো ভাই ইবনু আব্বাস (রা.) এর কাছ থেকে। এবং তিনি তাদের কারো কাছ থেকে হাত তোলা বা বাধার কথা বর্ণনা করেন নি। সহিহ মুসলিম এবং মুসনাদে রবিতে জাবির ইবনু সামুরার হাদিস বর্ণিত হয়েছে, 'কী হল অবাধ্য ঘোড়ার লেজের মতো হাত তুলছো কেন? নামাজে স্থির থাকো'[১৮]।

এক সালাম প্রসিদ্ধ মত

নামাজের শেষে সালাম ফিরানোর বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা যাক। ইমাম সালিমি তার অনবদ্য ছন্দে বলেছেন, 'দুটি সালাম ডানে-বামে...একটিই তবে অধিক খ্যাত'[১৯]। অর্থাৎ, ইবাদিদের মতে দুই

---

১৬. শরহু সহিহি মুসলিম, নববি, পৃষ্ঠা: ৪/৯৫, ৪/১১৪। ফাতহুল বারি, ইবনু হাজার, পৃষ্ঠা: ২/১৭৪। আওজাযুল মাসালিক, কান্ধলবি, পৃষ্ঠা: ১/৮২। আল বিনায়াহ শরহুল হিদায়াহ, পৃষ্ঠা: ২/১৯১।

১৭. আল জামি' লি আহকামিল কুরআন, কুরতুবি, পৃষ্ঠা: ২০/১৯৭। আরিদতুল আহওয়াজি বি শরহি সহিহিত তিরমিযি, পৃষ্ঠা: ২/৫৮। আল বায়ান ওয়াত তাহসিল, পৃষ্ঠা: ২/১৮৯।

১৮. মুসনাদুর রবি', হাদিস: ২১৩, পৃষ্ঠা: ১/৫৮। মুসলিম, হাদিস: ২১৩, ৪৩০।

১৯. জাওহারুন নিজাম ফি ইলমাই আল আদইয়ানি ওয়াল আহকাম, নুরুদ্দিন আস সালিমি, পৃষ্ঠা: ১/৮৮।

দিকে সালাম ফিরানো জায়েজ হলেও একদিকে ফেরানোই সুপরিচিত আমল। একদিকে সালাম ফেরানোর হাদিস তিরমিযি, ইবনে মাজাহ ও মুসনাদে আহমাদে উম্মুল মুমিনিন আয়িশা, সালামাহ ইবনুল আকওয়াহ ও সাহল ইবনু সা'দ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, 'রসুলুল্লাহ (সা.) একটি সালাম ফেরাতেন, মুহাজিররাও তা-ই করতেন'[২০]। ইমাম নববি বলেছেন, 'গ্রহণযোগ্য আলিমদের সবাই এ কথায় একমত যে, কেবল একদিকে সালাম ফেরানো ওয়াজিব'[২১]। আল্লামা ইবনুল মুনযির বলেছেন, 'আলিমদের ঐকমত্যে কেবল একদিকে সালাম ফেরানো ব্যক্তির নামাজ শুদ্ধ'[২২]।

হে আমার মুসলমান ভাই, যা প্রমাণিত ও সর্বজনস্বীকৃত তা অনুসরণ করা ব্যক্তির দ্বীন ও সালাতের জন্য ভালো। আর এই সালাতের বিষয়েই কেয়ামতের দিন প্রথম প্রশ্ন করবেন আল্লাহ তায়ালা। শায়খ আহমাদ খলিলি লিখেছেন, 'সকল মাযহাবের মুহাক্কিক আলিমরা খবরে ওয়াহেদ তথা একক বর্ণিত হাদিসকে আকিদা বিষয়ে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেন না। কারণ এর নির্দেশনা সম্ভাব্য। আকিদার পরে যে নামাজ, তাতেও কাছাকাছি সতর্কতা দরকার। আলিমদের কথা অনুযায়ী আমাদের নামাজ ইজমা দ্বারা শুদ্ধ বলে প্রমাণিত। কারণ আমরা যে বিষয়গুলো নামাজে করি না, সেগুলো নিয়ে অন্যান্য মাযহাব একমত নয়'[২৩]।

আকিদার বিষয়াবলি

---

২০. মুসান্নাফ, ইবনু আবি শাইবা, ৩০৮১। মুসান্নাফ, আব্দুর রাযযাক, ৩১৪৫। তিরমিযি, ২৯৬।

২১. আল মিনহাজ শরহু সহিহি মুসলিম, অধ্যায়: সালাম নামাজ সমাপ্তকারী, ৫৮২, পৃষ্ঠা: ৫/৮৫।

২২. আল ইজমা, ইবনুল মুনযির মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহিম, পৃষ্ঠা: ১/৩৯। কামুসুস সালাত আলা দওয়িল কিতাবি ওয়াস সুন্নাতি ওয়া আসারিস সালাফিস সালিহ, পৃষ্ঠা: ১৪১।

২৩. আল ফাতাওয়া (১ম অংশ), আহমাদ খলিলি, পৃষ্ঠা: ১/২২৩-২২৪।

বিশুদ্ধ আকিদা লালন করা প্রত্যেক মুসলমানের অভীষ্ট লক্ষ্য। ইবাদিদের আকিদা ভ্রান্তির বহু যোজন দূরে। কারণ তারা কুরআন ও হাদিসের অকাট্য দলিলই গ্রহণ করেন, যা সন্দেহ-সংশয়মুক্ত।

আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা

ইবাদিরা আল্লাহ তায়ালার নিরঙ্কুশ পবিত্রতা ও সাদৃশ্যহীনতায় বিশ্বাস করে। তিনি নিজের প্রশংসা করে বলেছেন, 'তার মতো কোনো কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।' [সূরা আশ শুরা, আয়াত: ১১] তারা কুরআনের মুতাশাবিহ তথা দ্ব্যর্থবোধক আয়াতসমূহকে মুহকাম তথা দ্ব্যর্থহীন আয়াতের আলোকে ব্যাখ্যা করেন। কুরআনে কারিমে ইরশাদ হয়েছে, 'তিনি আপনার উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। এর একটি অংশ দ্ব্যর্থহীন, এটি কিতাবের মূল অংশ। আর কিছু আয়াত দ্ব্যর্থবোধক। যাদের মনে বক্রতা আছে তারা ফেতনা সৃষ্টির জন্য এসকল আয়াতকে অপব্যাখ্যা করে।' [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৭] মুহকাম আয়াত হল যার অর্থ স্পষ্ট। যেমন, 'তিনি জন্ম দেননি, এবং জন্ম নেননি'। [সূরা ইখলাস, আয়াত: ৩] 'তিনি ক্রয়বিক্রয়কে বৈধ করেছেন, সুদকে হারাম করেছেন।' [সূরা বাকারা, আয়াত: ২৭৫] দুটি আয়াতের অর্থই স্পষ্ট; কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। আর মুতাশাবিহ হল যা একাধিক অর্থের সম্ভাবনা রাখে। ফলে ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়। যেমন, 'তার দুটি হাতই প্রসারিত।' [সূরা আল মায়িদা, আয়াত: ৬৪] দুই হাতের অর্থ, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য দয়া। অথবা দয়া ও শক্তি। এধরনের ব্যাখ্যা দেহবাদ ও উপমাবাদ থেকে রক্ষা করে।

দেহবাদীরা বাগাড়ম্বর করে বলে, 'আল্লাহ নিজের যে গুণ বর্ণনা করেছেন-আমরা সেই গুণে বিশিষ্ট করি'। আল্লাহর গুণাবলির ক্ষেত্রে তারা রূপকার্থ গ্রহণ করে না, কোনো ধরনের ব্যাখ্যা করে না। এ ধরনের নীতির অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে আল্লাহ তায়ালার জন্য বাস্তব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সাব্যস্ত করে। যেমন তারা বলে, 'আল্লাহ তায়ালার বাস্তব দুটি হাত রয়েছে, যা আমাদের হাতের মতো নয়।' এ ধরনের বিশ্বাস অত্যন্ত ভয়াবহ। আল্লাহ তায়ালা এমন অসার বিষয় থেকে পূতপবিত্র।

এ ধরনের নীতি ভুল হওয়ার প্রমাণ এই আয়াতটি, 'আমি নুহকে আরোহণ করিয়েছিলাম জাহাজে, যেটি আমার 'আইউন'-এ চলছিল। [সূরা কামার, আয়াত: ১৪]' আইউন- এর শাব্দিক অর্থ হল চোখসমূহ। আল্লাহর চোখে জাহাজ চলা- এই অর্থ গ্রহণ অসম্ভব। আমাদেরকে বলতে হবে, জাহাজ চলছিল আল্লাহর তত্ত্বাবধানে। আল্লাহর চোখ নেই। আল্লাহ এ ধরনের বিশেষণের উর্ধ্বে। তার সদৃশ কিছু নেই।

কুরআনের এরকম আরও অনেক আয়াত আছে, যাতে রূপক ব্যবহার করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়। যেমন, "রহমান আরশে 'ইসতিওয়া' করেছেন।" [সূরা তহা, আয়াত: ৫] এ আয়াতে ইসতিওয়া- এর অর্থ কর্তৃত্ব প্রকাশ ও সর্বশক্তির প্রদর্শন। অর্থাৎ, সৃষ্টির পর আরশসহ তামাম জগত অনুগত হয়ে তার মহত্ত্ব ঘোষণা করেছিল। এই ব্যাখ্যার প্রমাণ পরের আয়াতটি, 'আসমান, জমিন এবং এ দুইয়ের মাঝের সবকিছু, এমনকি মাটির নিচে থাকা সকল বস্তুর সৃষ্টি, কর্তৃত্ব ও পরিচালনাক্ষমতা তার হাতে।' [সূরা তহা, আয়াত: ৬] ইসতিওয়া- এর অর্থ বসা নয়।

আল্লাহ তায়ালা স্থানগ্রহণ ও খন্ডিত হওয়া থেকে পবিত্র। আর কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা করে কুরআনেরই অন্যান্য আয়াত। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, 'নিশ্চয়ই আমার রব সঠিক পথের 'উপর' রয়েছেন।' [সূরা হুদ, আয়াত: ৫৬] এখানে উপরে বলতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপর বুঝানো হয় নি। কারণ স্থান এবং কাল সৃষ্টি হওয়ার আগেও রব্বুল আলামিন ছিলেন। তিনি এখনও সে রকমই আছেন। তিনিই স্থান ও কালের সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি তার সৃষ্টির মুখাপেক্ষী নন।

আল্লাহ তায়ালাকে দেহধারণ ও স্থানগ্রহণের গুণে বিশেষিত করা ভুল। মিথ্যা অথবা একক বর্ণিত হাদিস দ্বারা আল্লাহকে আসমান, আরশ বা সিরাতে সীমাবদ্ধ করা মূর্খতা। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'তিনি আসমানে একমাত্র যথার্থ উপাস্য এবং জমিনেও তিনি একমাত্র যথার্থ উপাস্য'। [সূরা যুখরুফ, আয়াত: ৮৪] অন্যত্র বলেছেন, 'তিনজন যখন চুপিসারে পরস্পর কথা বলে আল্লাহ চতুর্থজন। পাঁচজনের ষষ্টজন তিনি। এর কমবেশি সবার সাথে তিনি আছেন।

তারা যেখানেই থাকুক।' [সূরা মুজাদালা, আয়াত: ৭] আল্লাহর অস্তিত্ব শারীরিক নয়, এটি হল সকল কিছুই তার জ্ঞাতসারে হওয়ার জানান। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ একক সত্তা।

উপরোক্ত দলিলসমূহসহ আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষক আয়াতসমূহের জন্য অবিচল হক ইবাদি মাযহাব আল্লাহকে চর্মচক্ষু দিয়ে দেখা অসম্ভব মনে করে। আল্লাহ স্বয়ং নিজের প্রশংসা করে বলেছেন, 'চোখসমূহ তার নাগাল পাবে না। তিনি সকল চোখকে দেখেন। তিনি অতিশয় সূক্ষ্ম।' [সূরা আল আনয়াম, আয়াত: ১০৩] আর আল্লাহর গুণাবলি অপরিবর্তনীয়। তিনি দুনিয়াতে যেমন অনন্য ও অমুখাপেক্ষী সত্তা, আখেরাতেও তা-ই। তাকে দুনিয়াতে যেমন দেখা যায় না, আখেরাতেও দেখা যাবে না।

যারা আখেরাতে আল্লাহকে দেখার কথা বলেন, তাদের সীমাবদ্ধ চিন্তা দিনশেষে তাদেরকে দেহবাদি চিন্তার দিকেই নিয়ে যাবে। তারা আল্লাহকে বান্দার সাথে উপমা দিবে, যা তাদের মন থেকে আল্লাহর ভয় ও সম্মান হ্রাস করবে। ইহুদিরা আল্লাহকে দেখতে চেয়েছিল, যা গুনাহ ও মন্দ কাজ বলে বিবেচিত হয়েছিল[২৪]। এজন্য আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে বজ্রাঘাতে শাস্তি দেন। আল্লাহকে দেখা যদি নেয়ামত হতো, তাহলে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হতো না। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আর তারা বলল, আমাদেরকে আল্লাহ দেখাও প্রকাশ্যে। তাদের অন্যায়ের ফলে তাদেরকে বজ্রপাত গ্রাস করে নিল।' [সূরা আন নিসা, আয়াত: ১৫৩]

অন্যায় ছিল আল্লাহকে দেখতে চাওয়া। এজন্য আল্লাহ তায়ালা হযরত মুসা (আ.)-কে বলেছিলেন, তুমি কখনোই আমাকে দেখবে না। [সূরা আল আ'রাফ, আয়াত: ১৪৩] যেভাবে আল্লাহ তায়ালা মুশরিকদেরকে চ্যালেঞ্জ করে বলেছিলেন, 'তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে ডাকো, তারা সকলে মিলে একত্র হলেও কস্মিনকালেও একটি মাছি পর্যন্ত সৃষ্টি করতে পারবে না।' [সূরা আল হাজ, আয়াত:

২৪. আল হাককুদ দামিগ, আহমাদ ইবনু হামাদ আল খলিলি, পৃষ্ঠা: ৮৯। মুযাককিরা ফিল আকিদা, ইবরাহিম আল গুম্মারি।

৭৩] এই দুই আয়াতে 'لن' শব্দ অভিন্ন অর্থ 'চিরকালীন নেতিবাচকতা' এর অর্থ প্রদান করেছে। যা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতেই প্রযোজ্য। অর্থাৎ, আল্লাহকে দেখা বা একটি মশাও সৃষ্টি করা দুনিয়া-আখেরাত কোথাও সম্ভব না।

যে আয়াতে বলা হয়েছে, 'সেদিন কিছু মুখ হবে উজ্জ্বল। রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে।' [সূরা আল কিয়ামাহ, আয়াত: ২২-২৩], তার ব্যাখ্যা পরের দুটি আয়াত, 'আর কিছু মুখ সেদিন বিবর্ণ হবে। তাদের আশঙ্কা হবে, ভয়াবহ শাস্তি আপতিত হওয়ার।' [সূরা আল কিয়ামাহ, আয়াত: ২৪-২৫] অর্থাৎ, প্রথম দলের মুখাবয়ব হবে সজীব ও আল্লাহর রহমত প্রত্যাশী, দ্বিতীয় দলের মুখাবয়ব হবে ফ্যাঁকাসে ও আল্লাহর শাস্তি ও ক্রোধে শঙ্কিত। কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন নিজে। পূর্বোক্ত চারটি আয়াতের ব্যাখ্যা আছে কুরআনের অন্য জায়গায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'সেদিন কিছু চেহারা হবে আলোকোজ্জ্বল। সীমাহীন হাশিখুশি। আর কিছু চেহারা সেদিন ধুলোমলিন হবে। যা অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকবে।' [সূরা আবাসা, আয়াত: ৩৮-৪১] আর পূর্বোক্ত চারটি আয়াতে চেহারার কথা বলা হয়েছে। অথচ দেখা যায় চোখ দিয়ে, চেহারা দিয়ে নয়।

হে আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসী আমার ভাই, আল্লাহকে দেখতে চাওয়া ইহুদিদের বিশ্বাস। তাদের ভুল বিশ্বাসে প্রভাবিত হয়ে বিভ্রান্ত হবেন না। কোনো কিছুর সাথে আল্লাহকে সাদৃশ্য না করে ইবাদত করুন। আল্লাহকে আখেরাতে দেখার বিষয়ে বর্ণিত হাদিসসমূহ হয় দুর্বল, না হয় বানোয়াট। এর সমালোচনা করে অন্যান্য মাযহাবের আলিমরাও লিখেছেন। আর আগেও বলা হয়েছে, খবরে ওয়াহিদ বা একক বর্ণিত হাদিস আকিদা বিষয়ে প্রমাণ নয়।

অবিরত কাবিরা গুনাহকারির জাহান্নামে স্থায়ী হওয়া

এ আলোচনাটির বেশ কিছু পয়েন্ট রয়েছে। নিম্নে একটি একটি করে আলোচনা করা হল:

১. নেয়ামত অস্বীকারের কুফর

অবিচল হকের অনুসারী ইবাদিরা বিশ্বাস করে যে, কবিরা গুনাহ করে তাওবাহ না করা ব্যক্তি আল্লাহর নেয়ামত অস্বীকারকারী কাফির। সে আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতকে অগ্রাহ্য করে এবং আল্লাহর আনুগত্যে তা নিয়োজিত করে না। কুরআনে কারিমে হযরত সুলাইমানের উক্তি নকল করা হয়েছে, 'আমি কৃতজ্ঞ হচ্ছি না অকৃতজ্ঞ হচ্ছি- তা পরীক্ষা করার জন্য'। [সূরা আন নামল, আয়াত: ৪০] এখানে 'অকৃতজ্ঞ' বুঝাতে 'কুফর' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন, 'আমি মানুষকে পথ দেখিয়েছি, হয়তো সে শাকির (কৃতজ্ঞ) অথবা কাফির (অকৃতজ্ঞ)'। [সূরা দাহর, আয়াত: ৩] হাদিস শরিফে আল্লাহর নবি (সা.) বলেছেন, 'আমাদের সাথে তাদের সম্পর্কের যোগসূত্র নামাজ। যে নামাজ পড়ে না সে কুফর করেছে'।[২৫] এজন্য কবিরা গুনাহকারী ব্যক্তি আল্লাহর নেয়ামত অস্বীকারকারী কাফির। অন্যান্য মুসলমানদের মতোই তার সাথে আচরণ করা হবে। তার কল্যাণ কামনা করা হবে এবং তাকে তাওবাহর প্রতি আহ্বান করা হবে।

কিন্তু সে যদি উপেক্ষা করে তাহলে তার সাথে বন্ধুত্ব ছিন্ন করে দায়মুক্তি ঘোষণা করা হবে। কারণ সে মুত্তাকি ও নেককার নয়। তাওবাহ না করলে আখিরাতে সে চিরস্থায়ী জাহান্নামি। নাউযুবিল্লাহ। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে শিরক, হত্যা ও ব্যভিচারের আলোচনা করার পর বলেছেন, 'যারা এসব করবে তারা তাদের গুনাহের শাস্তি পাবে। কিয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে। সেখানে সে

---

২৫. মুসনাদুর রবি', রাবি: জাবির ইবনু যাইদ ইবনু আব্বাস থেকে, ৩০৩। মুসলিম শরিফের শব্দও অনুরূপ। তিরমিযিতে বলা হয়েছে, কুফর ও ঈমানের মধ্যে ব্যবধান নামাজ। আরেক বর্ণনায় এসেছে, ব্যক্তি ও কুফরের মাঝে ব্যবধান নামাজ। মুসলিম শরিফের কিতাবুল ঈমানে এই অধ্যায়ের নাম নামাজ ত্যাগকে কুফর নামকরণ। আবু দাউদে এর নাম অমূলক আশা পরিত্যাগ। নাসায়িতে নামাজ পরিত্যাগকারীর হুকুম। এটি আহমাদ, ইবনু মাজাহ, ইবনু হিব্বান। হাকিম এটিকে সহিহ বলেছেন। যাহাবিও তার সাথে একমত পোষণ করেছেন।

অপদস্ত হয়ে চিরকাল থাকবে। তবে যারা তাওবাহ করে।' [আল ফুরকান, আয়াত: ৬৮-৭০]

কুফরুন নি'মাত বা ফুসুক নামকরণে ইবাদিয়্যাদের সাথে সুন্নি আলিমদের মধ্যে বাইহাকি, ইবনুল আরাবি ও ইবনু হাজার একমত পোষণ করেছেন। বুখারি, মুসলিম ও ইবনু হিব্বানও একইভাবে এই গুনাহকে 'কুফর দুনা কুফর' তথা দ্বিতীয় স্তরের কুফুরি বলে নামকরণ করেছেন[২৬]।

২. শাফায়াত

অবিচল হকের অনুসারী ইবাদিরা কিয়ামতের দিন শাফায়াত কেবল তাওহিদে বিশ্বাসী গুনাহ থেকে তাওবাহকারী আল্লাহর পছন্দকৃত মুসলমানদের জন্য সাব্যস্ত বলে বিশ্বাস করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তারা কেবল আল্লাহর পছন্দকৃত ব্যক্তিদের জন্য সুপারিশ করবে।' [সূরা আল আনবিয়া, আয়াত: ২৮] আর যারা নিজেদের প্রতি অন্যায় করে এবং গুনাহে অনড় থাকে তাদের ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'গুনাহ করে যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে তাদের কোনো বন্ধু বা সুপারিশকারী নেই, যার কথা মান্য করা হয়।' [সূরা গাফির, আয়াত: ১৮] ফিরিশতারা কায়মনোবাক্যে দোয়া করেন কেবল তাওবাহকারীদের জন্য এ বলে, 'হে আমাদের রব, আপনার দয়া ও জ্ঞান সকল কিছুতে ব্যপ্ত। যারা তাওবাহ করেছে ও আপনার পথ অনুসরণ করেছে তাদেরকে আপনি ক্ষমা করুন এবং জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন।' [সূরা গাফির, আয়াত: ৭]

কেয়ামতের দিন ব্যভিচারী, চোর-ডাকাত, মা-বাবার কথা অমান্যকারীদের জন্য আল্লাহর নবি সুপারিশ করবেন আর আল্লাহ তাদেরকে রীতিমত ক্ষমাও করে দিবেন- এসব সম্পূর্ণ অযৌক্তিক কথা। এর পক্ষে কুরআনে কারিম বা হাদিস শরিফে একটি দলিলও নেই[২৭]। রসূল স্বয়ং নিজ কন্যা ও ফুফিকে বলেছেন, 'হে মুহাম্মাদ কন্যা

---

২৬. মুযাককিরা ফিল আকিদা (অপ্রকাশিত), ইবরাহিম আল গুম্মারি।

২৭. আল আকিদাতুল ইসলামিয়্যাহ ফি দওয়িল আকলি ওয়ান নকল, নাসির ইবনু মাতর আল মাসকরি, পৃষ্ঠা: ১১৩।

ফাতিমা, হে মুহাম্মাদের ফুফি সফিয়্যা, নিজেদেরকে আল্লাহর কাছে বিক্রি করো। কারণ আমি আল্লাহর কাছে তোমাদের জন্য কিছুই করতে পারবো না'[২৮]।

এজন্য অবিচল সত্যের অনুসারী ইবাদিরা তাওবাহ না করা কাবিরা গুনাহকারী ব্যক্তিদের জাহান্নামে চিরস্থায়ী হওয়ার আকিদা পোষণ করে। কোনো ধরনের সুপারিশকারী বা উদ্ধারকর্তায় তারা বিশ্বাস করে না। আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন লোকদের দুটি ভাগই করবেন। তৃতীয় কোনো দল হবে না। একদল জান্নাতি, অন্যদল জাহান্নামি। তিনি বলেন নি যে, তৃতীয় একটি দল জাহান্নামে প্রবেশ করে পরবর্তীতে জান্নাতে প্রবেশ করবে। একইভাবে তিনি জানিয়েছেন, কেয়ামতের দিন নেককারদের একটি দল হবে, বদকারদের একটি। কুরআনে কারিমে ইরশাদ হয়েছে, 'নিশ্চয়ই নেককাররা থাকবে অনন্ত শান্তিতে। এবং নিশ্চয়ই বদকাররা থাকবে আগুনে। কেয়ামতের দিন তারা সেখানে প্রবেশ করবে। এবং তারা সেখান থেকে অদৃশ্য হবে না।' [সূরা আল ইনফিতার, আয়াত: ১৩-১৬] এ আয়াত থেকে স্পষ্ট যে, তারা সেখান থেকে আর বের হবে না। তাওবাহ না করা নামাজ কিংবা যাকাত ত্যাগকারী, মদ্যপ ও ব্যভিচারীরা নেককার কী করে হবে?! যে ব্যক্তি নামাজ পড়ে না তার আমলসমূহ কী করে কবুল হবে?

রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তির নামাজ সঠিক নয়, তার সব আমল নষ্ট।' তাহলে যে মোটেই নামাজ পড়ে না তার পরিণতি কতো ভয়াবহ হবে?! তারা নিজেদের মুক্তিপ্রাপ্ত দলের সদস্য মনে করে। কেবল কথিত তাওহিদ দিয়ে জান্নাতে যাওয়ার আশা রাখে। অথচ আল্লাহ তায়ালা বলছেন, 'নবিদের পর একটি দুষ্ট প্রজন্ম এলো। তারা নামাজকে বরবাদ করলো এবং মনোবৃত্তির অনুসরণ করলো। অচিরেই তারা জাহান্নামে হতাশা ও অনিষ্টের মুখোমুখি হবে। কেবল যারা তাওবাহ করে তারা ব্যতীত।' [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৫৯-৬০] তিনি আরো বলেছেন, 'তাহলে তোমরা আল্লাহ ও তার রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

২৮. মুসনাদুর রবি', ১০০৫, পৃষ্ঠা: ২৭২-২৭৩।

ঘোষণা কর'। [সূরা আল বাকারা, আয়াত: ২৭৯] আল্লাহ এবং তার রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাকারী সুদখোর কী করে জান্নাতে যাবে? তাওবাহ না করা সুদখোরের পরিণতি আল্লাহ তায়ালা তার কিতাবে জানিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে, 'যারা সতর্ক করার পরও সুদের কারবার করে তারা জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।' [সূরা আল বাকারা, আয়াত: ২৭৫] হে আল্লাহ, আমাদেরকে মৃত্যুর আগে আগে তাওবাহ নসিব করুন।

হে তাওহিদে বিশ্বাসী আমার ভাই, জাহান্নামে গিয়ে বের হওয়ার বিশ্বাস মূলত ইহুদিদের। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'এবং তারা বললো, জাহান্নামের আগুণ কিছুদিন মাত্র আমাদেরকে স্পর্শ করবে। আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহর কাছে অলঙ্ঘনীয় নিশ্চয়তা গ্রহণ করেছো? না আল্লাহর ব্যাপারে তোমরা যা জানো না, তা বলছো? হ্যাঁ, অবশ্যই যারা গুনাহ করেছে এবং গুনাহ তাদেরকে সবদিক থেকে ঘিরে ধরেছে, তারা জাহান্নামবাসী। তারা সেখানে স্থায়ীভাবে থাকবে।' [সূরা আল বাকারা, আয়াত: ৮০-৮১] আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেছেন, 'আল্লাহর কিতাব তাওরাত বিকৃত করার জন্য তারা দুনিয়ার সামান্য ঘুষ গ্রহণ করে এবং বলে, আমাদেরকে অচিরেই ক্ষমা করে দেওয়া হবে।' [সূরা আল আ'রাফ, আয়াত: ১৬৯]

এটি অবিচল হকের অনুসারী ইবাদিদের আকিদা। কুরআনের স্পষ্ট এবং শক্তিশালী দলিল এই মাযহাবের ভিত্তি। বিশুদ্ধ হাদিসের নির্দেশনাও তা-ই। সহিহ বুখারিতে নবি (সা.) এর ইরশাদ এসেছে, 'আল্লাহ যাকে কোনো প্রজার দায়িত্ব দিয়েছেন কিন্তু সে আন্তরিকতার সাথে তাদের শাসন করেনি আল্লাহ তার জন্য জান্নাতকে হারাম করেছেন'[২৯]। মুসনাদুল বাযযার, মুসনাদে আহমাদ, নাসায়ি ও হাকিম-ইবনু উমার (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'মাতা-পিতার সাথে দুর্ব্যবহারকারী এবং মদ্যপ জান্নাতে

২৯. বুখারি, ৭১৫০, পৃষ্ঠা: ৯/৬৪। ৭১৫১ নং হাদিসে বলা হয়েছে, 'যে মুসলমান প্রজাসাধারণের দায়িত্ব পেয়ে অসাধুতা অবলম্বন করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করেছেন'।

প্রবেশ করবে না’[৩০]। অন্য হাদিসে আছে, আল্লাহ তায়ালা ‘দায়্যুসের জন্য জান্নাতকে হারাম করেছেন’[৩১]। দায়্যুস হল সে ব্যক্তি যে তার স্ত্রীকে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে দেখেও আত্মসম্মানে আঘাত বোধ করে না। সহিহ মুসলিমে এসেছে, ‘দুই ধরনের লোক জাহান্নামি হবে। আমি তাদেরকে দেখিনি। একদলের সাথে গরুর লেজের মতো চাবুক থাকবে। ওরা এসব দিয়ে লোকদেরকে মারবে। অন্যদলটি হল এমন নারী যারা কাপড় গায়ে দিয়েও উলঙ্গ হবে। তারা পরপুরুষের প্রতি লালায়িত এবং উটের কুজের মতো করে চুলকে হেলেধুলে চলবে। তারা জান্নাতে প্রবেশ তো করবে না। জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুরভী পাওয়া যাবে বহু দূর থেকে’[৩২]।

এই হাদিসগুলো খবরে ওয়াহিদ বা একক বর্ণিত হাদিস হলেও সম্মিলিতভাবে এই বিষয়টি (মুতাওয়াতির) অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়। এই কারণে অবিচল সত্যের অনুসারীরা বিশ্বাস করে, জান্নাত কেবল মুত্তাকিদের জন্য। কুরআনে এর অনেকগুলো প্রমাণ রয়েছে, ‘এই নিরুপম জান্নাত। আমি এর মালিক বানাবো মুত্তাকিদেরকে।’ [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৬৩], ‘নিশ্চয়ই মুত্তাকিদের জন্য রয়েছে বিজয়।’ [সূরা আন নাবা, আয়াত: ৩১], ‘নিশ্চয়ই মুত্তাকিদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে চির শান্তির জান্নাত।’ [সূরা আল কলাম, আয়াত: ৩৪], ‘এটি আখিরাতের ঘর, আমি এটি রেখেছি তাদের জন্য, যারা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি বা অহংকার করে না। আর মুত্তাকিদের জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম।’ [সূরা আল কসাস, আয়াত: ৮৩]। হে আল্লাহ, আপনি আমাদেরকে মুত্তাকি ও পুণ্যবান বানান।

৩. অবতীর্ণ কুরআন সৃষ্ট হওয়া

---

৩০. ইবনু হিব্বান, ৩৩৮৪, পৃষ্ঠা: ৮/১৭৮। সুনান কুবরা, নাসায়ি, ৪৮৯৪, পৃষ্ঠা: ৫/১৭।

৩১. মুসনাদু আহমাদ, ৫৩৭২ ও ৬১১৩ পৃষ্ঠা: ২/৬৯ ও ২/২২৮।

৩২. মুসলিম, কিতাবুল লিবাসি ওয়ায যি-নাহ, অধ্যায়: পোশাক পরেও উলঙ্গ যে মহিলা, ২১২৮, পৃষ্ঠা: ৩/১৬৮০।

কুরআনের সৃষ্ট হওয়ার বিষয়টি মূলত রাজনৈতিক বিতর্ক। উমাইয়াদের শেষ সময়ে জা'দ ইবনু দিরহাম[৩৩] এই ফিতনা শুরু করেছিল। অনেক কট্টরপন্থী এটিকে মুসলমান হওয়ার মানদণ্ড বানিয়ে ফেলে। যারা কুরআনকে মাখলুক মনে করে তাদের দলিল শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও প্রথম দল তাদেরকে কাফির ঘোষণা দিয়েছিল। আল্লাহর রসূল তার সাহাবিরা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করতেন যে, আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা, তিনি ব্যতীত সকল কিছু মাখলুক বা সৃষ্ট।

ইবাদিদের আকিদা হল, কুরআন আল্লাহ তায়ালার কালাম। এটি আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে। কিন্তু এটি আল্লাহ তায়ালার মতো অনাদি নয়। তিনি এটি সৃষ্টি করেছেন এরপর লাইলাতুল কদরে প্রথম আসমানে নাজিল করেছেন। এরপর তেইশ বছর সময়কালে প্রয়োজন অনুযায়ী ধীরে ধীরে এটি রসূলুল্লাহর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে। লোহা ও বৃষ্টি যেমন সৃষ্টি করার পর আল্লাহ জমিতে রেখেছেন, একইভাবে তার কালাম কুরআনকেও সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন।

আল্লাহর কালাম দুই ধরনের

১. নফসি (সত্তাগত): এর অর্থ হল তিনি বোবা নন। অর্থাৎ, এখানে 'কথা' বলে এর বিপরীত নেতিবাচক গুণ থেকে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা হয়। এটি আদি ও শাশ্বত।

২. লফযি (শব্দ ও উচ্চারণগত): এটি কুরআনের অক্ষর ও শব্দের সাথে সম্পৃক্ত। এটি কর্মগত, অনাদি ও সৃষ্ট।

আল্লাহর কাছে কুরআনের ইলম আদি। কারণ অজ্ঞতা আল্লাহ তায়ালার সিফাতের বিপরীত। আদি থেকে সকল বিষয়ের জ্ঞান

---

৩৩. জা'দ ইবনু দিরহাম (১১৮ হি/৭৩৬ খ্রি): তিনি ছিলেন অনারব মাওলা, বিদয়াত সৃষ্টিকারী, তার নাস্তিকতার অনেক কাহিনি আছে। ফুরাত তীরের জাজিরা এলাকা তার বাসস্থান। তিনি মারওয়ান ইবনু মুহাম্মাদের তরবিয়তদানকারী ছিলেন। এজন্য মারওয়ানকে 'জা'দি' বলা হত। ইবনু আসির বলেন, কেননা মারওয়ান জা'দের কাছ কুরআন সৃষ্টি ও তাকদির বিষয়ক বক্তব্য গ্রহণ করেন।— আল আলাম, যিরিকলি, পৃষ্ঠা: ২/১১৪।

আল্লাহর কাছে রয়েছে। জ্ঞাত বিষয় (পূর্বে অস্তিত্বহীনতা না থাকার অর্থে) কখনো আদি হয়। যেমন, আল্লাহর তায়ালার এই ইলম যে তিনি আদি থেকে সর্বশ্রোতা। আবার কখনো অনাদি হয় (এই অর্থে যে এটি সৃষ্ট ও এর পূর্বে অস্তিত্বহীনতা ছিল)। যেমন, মানুষ সৃষ্টি বিষয়ে আল্লাহ তায়ালার ইলম আদি। কিন্তু মানুষের সৃষ্টি অনাদি বা নতুন। একইভাবে কুরআন সৃষ্টি বিষয়ে আল্লাহ তায়ালার ইলম আদি। কিন্তু কুরআনের সৃষ্টি অনাদি বা নতুন[৩৪]।

কুরআন মাখলুক হওয়ার প্রমাণ হল, স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা কুরআনকে 'মুহদাস' বা নতুন বলে বলেছেন। ইরশাদ হয়েছে, 'তাদের কাছে যখনই তাদের রবের কাছ থেকে কোনো নতুন উপদেশ আসে।' [সূরা আল আনবিয়া, আয়াত: ২] 'তাদের কাছে যখন রহমানের পক্ষ থেকে কোনো নতুন উপদেশ আসে।' [সূরা আশ শুয়ারা, আয়াত: ৫] উভয় আয়াতে ব্যবহৃত 'মুহদাস' শব্দটির অর্থ এমন জিনিস যা আগে ছিল না, এরপর সৃষ্টি করা হয়েছে। এটি- 'আদি' হওয়ার পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ করে দেয়।

কুরআন সৃষ্ট হওয়ার অন্যান্য দলিলের মধ্যে আছে, 'আমি এটিকে বানিয়েছি আরবি ভাষায় কুরআন।' [সূরা আয যুখরুফ, আয়াত: ৩], 'আমি এটিকে বানিয়েছি আলো।' [সূরা আশ শুরা, আয়াত: ৫২] উভয় আয়াতে ব্যবহৃত 'জায়াল/جعل' শব্দটির অর্থ পরিণত করা। যেমন, আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেছেন, 'আমি রাতকে আবরণ বানিয়েছি। এবং দিনকে বানিয়েছি জীবিকা উপার্জনের ক্ষেত্র।' [সূরা আন নাবা, আয়াত: ১০-১১] বিশদ দলিলের জন্য বৃহৎ গ্রন্থসমূহ দ্রষ্টব্য।

অক্ষর ও শব্দবিশিষ্ট কুরআন সৃষ্ট ও অনাদি। কারণ সত্তাগত কালাম ও শব্দ ও উচ্চারণগত কালামের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই। সুন্নি মাযহাবের অনেক আলেম কুরআন মাখলুক হওয়ার কথা বলেছেন। যেমন, আল্লামা রাযি ও তাহির ইবনু আশুর। ইমাম বুখারির কথা থেকেও এর ইঙ্গিত মিলে। এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করেছিল,

---

৩৪. মুযাককিরা ফিল আকিদা, ইবরাহিম আল গুম্মারি।

কুরআনের শব্দ কী? তিনি বলেছিলেন, 'আমাদের কর্মসমূহ সৃষ্ট এবং আমাদের বাক্যসমূহ আমাদের কর্ম'[৩৫]। ইবনে তাইমিয়ার বক্তব্য থেকেও এটিই অনুমেয়। যেমনটা উস্তায আহমাদ মাহমুদ মানসুর তার 'মুকতাদা মাযহাবি ইবনি তাইমিয়া আন্নাল কুরআনা মাখলুক' বইয়ে তুলে ধরেছেন।

যারা কুরআনকে আদি বলেছেন, তারা একমত হতে পারেননি। তাদের পঞ্চাশের অধিক বক্তব্য রয়েছে। 'ইমাম আহমাদের ছাত্রদের এ বিষয়ে পঞ্চাশটির মতো মত রয়েছে'[৩৬]। এই ভয়ানক মতভেদ সত্ত্বেও এটি কি করে যৌক্তিক হবে যে, নিষ্পাপ নয় এমন ব্যক্তিদের কথাকে পবিত্র মনে করা হবে? রসূলুল্লাহ ছাড়া অন্য সবার কিছু বক্তব্য গ্রহণযোগ্য, কিছু প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

আল্লামা আবু ইসহাক বলেছেন, 'এই মাসয়ালায় সবচেয়ে সঠিক মত হল, এই মতভেদ স্রেফ শাব্দিক। যারা সৃষ্ট বলেন, তারা পাঠকৃত ও লিখিত কুরআন উদ্দেশ্য করে থাকেন। আর যারা সৃষ্ট না ও আদি বলেন, তাদের উদ্দেশ্য কুরআনে শব্দ বা লিখিতরূপ নয়;বরং কুরআনের অর্থ'[৩৭]।

ওমানবাসীর স্বেচ্ছায় ইসলামগ্রহণ

ইবাদিদের আলোকজ্জ্বল ইতিহাসের পরিশিষ্ট হিসেবে আরও দুটি কথা বলা ভালো মনে করছি। মি'ওয়ালা ইবনু শামস গোত্রের দুই ভাই জাইফার ইবনু জুলান্দা ও আব্দ ইবনু জুলান্দার প্রজ্ঞাময় নেতৃত্বে ওমানবাসী স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এরপর খিলাফতে রাশেদার আলোকে প্রথম ইমামত শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় জুলান্দা ইবনু মাসউদ মি'ওয়ালির হাতে। এরপর প্রায় এক হাজার বছর ধরে

---

৩৫. আল কানুন ফি আকায়িদিল ফিরাকি ওয়াল মাযাহিবিল ইসলামিয়্যাহ, মুহাম্মাদ নাঈম, পৃষ্ঠা: ৪৫২।

৩৬. আল ফাতাওয়া আল কুবরা, ইবনু তাইমিয়া, পৃষ্ঠা: ১২/৩৬৬। আল হাককুদ দামিগ, আহমাদ আল খলিলি, ১৪১।

৩৭. আল ইবাদিয়্যাহ ফি মাইদানিল হাককি, নাসির ইবনু মাতার আল মাসকরি, পৃষ্ঠা: ১৮৭।

এটি অব্যাহত থাকে। একইভাবে ইয়েমেনেও ইবাদিরা তালিবুল হাক এর নেতৃত্বে কল্যাণরাষ্ট্র গড়ে তোলে। আলজেরিয়ায় তারা প্রতিষ্ঠা করে গৌরবময় রুস্তুমি রাষ্ট্র। এসবই ছিল মহান আল্লাহ প্রদত্ত সুস্পষ্ট রাজনৈতিক আদর্শ দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা, যা কুরআন ও হাদিস থেকে আহরিত।

এসব রাষ্ট্রের গতিপ্রকৃতি ও এগুলোতে যে প্রকৃত গণতন্ত্র ছিল, তা বুঝতে আরব আমিরাতের লেখক হুসাইন উবাইদের লেখা 'উমান: আদ দিমুকরতিয়্যাতুল ইসলামিয়্যা' বইটি পড়তে পারেন। তিনি বলেছেন, 'ইবাদি আন্দোলন তার প্রারম্ভিক সময়েই রাজনৈতিক ও চিন্তানৈতিক পরিচয় খুঁজে পেয়েছিল। তারা শুরা ব্যবস্থা ও ইমাম নির্বাচনে স্বাধীনতা, স্বচ্ছতা ও ঐকমত্য ধরে রাখতে পেরেছিল। ফলে তারা খুব সহজেই নিজেদেরকে খিলাফাতে রাশেদা বিশেষত আবু বকর ও উমারের (আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন) শাসনের প্রকৃত উত্তরসূরি মনে করতে পারে'[৩৮]।

আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া যে, ইবাদি মাযহাবের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে আজ অবধি যোগ্য ও এমন বড় বড় আলিমরা রয়েছেন, যারা রসূল ও সাহাবায়ে কেরাম দ্বারা শুরু হওয়া স্বর্ণালী ধারায় অবিচ্ছিন্নভাবে যুগে যুগে ইলমে নববিকে গ্রহণ ও ধারণ করেছেন। যা হযরত জিবরীল আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে নবিজির কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

ইবাদিদের রচনাভাণ্ডার -আলহামদুলিল্লাহ- অত্যন্ত সমৃদ্ধ। সকল বিষয়ে তাদের রচিত অগণিত কিতাব রয়েছে। এমন কিতাবও আছে, যা নব্বই ভলিউমেরও বড়। কুতবুল আয়িম্মা মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ আতফায়্যিশের একারই তিন শতাধিক কিতাব আছে। ইবাদিদের কিতাবাদির বৃহদাংশ এখনও অপ্রকাশিত।

যারা সত্য অনুসন্ধান করতে চান, তাদের উচিত এই মাযহাবের মৌলিক গ্রন্থসমূহ পাঠ করা। লোকমুখে শোনা উড়ো কথা বিশ্বাস করা

---

৩৮. উমান: আদ দিমুকরতিয়্যাতুল ইসলামিয়্যা, হুসাইন গব্বাস, পৃষ্ঠা: ১১।

উচিত নয়। আল্লাহ চাইলে তাকে সে সুস্পষ্ট সত্যের পথ দেখাতে পারেন, যা সে আঁকড়ে ধরবে।

উপসংহার

হে আমার মুসলমান ভাই, সবশেষে আল্লাহ তায়ালার কাছে আমার জন্য এবং আপনার জন্য সত্য অনুসন্ধান, কথা ও কাজে হকের অনুসরণ এবং তাকওয়ার তাওফিক প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ, আপনি মুসলমানদেরকে আপনার পছন্দনীয় সঠিক পথে এক করে দিন। হে জগতসমূহের প্রতিপালক, আমাদের কাছে সত্যকে স্পষ্ট করে দিন এবং অনুসরণের তাওফিক দিন। হে আল্লাহ, আপনি দরুদ বর্ষণ করুন আপনার প্রিয় নবি ও তার সাহাবিদের উপর। আল্লাহ, সর্বাবস্থায় আপনার শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

গ্রন্থপঞ্জী

১. আহমাদ যাকি সাফওয়াত, জামহারাতু খুতাবিল আরাব ফি উসুরিল আরাবিয়্যাতিয যাহিরাহ, আল মাকতাবাতুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন, ১৩৫২ হি/১৯৩৩ খ্রি।

২. আহমাদ বিন শু'আইব আন নাসাঈ, আস সুনানুল কুবরা, তাহকীক: আবদুল গাফফার সুলাইমান আল বুনদারি ও সাইয়্যিদ কাসরাবী হাসান, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪১১ হি/১৯৯১ খ্রি।

- সুনান আন নাসাঈ, ১৪০৭ হি/ ১৯৮৭ খ্রি, দারুল হাদীস, কায়রো।

৩. আহমাদ বিন হাম্বল, আল মুসনাদ, তাহকীক, তাখরিজ ও টীকা: শু'আইব আল আরনাউত, মুহাম্মদ নাঈম ও অন্যান্য, প্রথম সংস্করণ, ১৪১৬ হি/১৯৯৬ খ্রি, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত।

৪. আহমাদ বিন হামাদ আল-খলিলি, আল ফাতাওয়া (১ম অংশ), ১৪২৩ হি/ ২০০৩ খ্রি, আল-আজইয়াল, ওমান।

- আল হাক্কুদ দামিগ, প্রথম প্রকাশ, ১৪০৯ হি/ ১৯৮৯ খ্রি, মাকতাবাতুল ইস্তিকামাহ, মাসকাট, ওমান।

- মাকানাতু নাযওয়া আত তারিখিয়্যাহ, (মূলত একটি বক্তৃতা যা প্রদান করা হয়েছিল জামে সুলতান কাবুস, নাযওয়াতে, ঐতিহ্য বর্ষের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে), ১৪১৫ হি/১৯৯৪ খ্রি।

৫. ইবনু হাজর, ফাতহুল বারি, ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, তৃতীয় প্রকাশ, ১৪০৫ হি/১৯৮৫ খ্রি।

৬. ইবনু আবদু রব্বিহি আল আন্দালুসি, আল ইকদুল ফারিদ, তাহকীক: আহমাদ আমীন, ১৩৮১ হি/১৯৬২ খ্রি, মাকতাবাতুন নাহদাতিল মিসরিয়্যাহ, কায়রো।

৭. ইবনু তাইমিয়্যাহ, মাজমুয়ু ফাতাওয়া, ২য় প্রকাশ, তাহকীক: আবদুর রহমান ইবনু মুহাম্মদ ইবনু কাসিম, মুজাম্মায়ুল মালিক ফাহদ লি তিবায়াতিল মুসহাফিশ শরীফ, মদিনা মুনাওয়ারাহ, সৌদি আরব, ১৪১৬ হি/১৯৯৫ খ্রি।

৮. ইবনুল আরাবী আল মালিকি, আরিদতুল আহওয়াযী বি শরহি সহিহিত তিরমিযী, ১ম প্রকাশ, ১৩৫০ হি/১৯৩১ খ্রি, আল মাতবায়াআতুল মিসরিয়্যাহ, আযহার, মিসর।

৯. আবুল ওয়ালিদ মুহাম্মদ ইবনু আহমাদ ইবনু রুশদ আল কুরতুবী, আল বায়ানু ওয়াত তাহসিল ওয়াশ শারহু ওয়াত তাওজিহু ওয়াত তালীলু লি মাসাইলিল মুস্তাখরাজাহ, তাহকীক: মুহাম্মদ হিজ্জি ও অন্যান্য, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪০৮ হি/ ১৯৮৮ খ্রি, দারুল গারবিল ইসলামি, বৈরুত, লেবানন।

১০. আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনু ঈসা ইবনু সাওরাহ আত তিরমিযি, আল জামিয়ুস সহিহ, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪০৮ হি/১৯৮৭ খ্রি, বৈরুত, লেবানন।

১১. আবুত তয়্যিব খালফান বিন সুলাইমান আত তিওয়ানি, কামুসুস সালাহ আলা দওয়িল কিতাবি ওয়াস সুন্নাতি ওয়া আসারিস সালাফিস সালিহ, ১ম প্রকাশ, ১৪৩২ হি/ ২০১১ খ্রি।

১২. আবু আবদিল্লাহ ইবনু আহমাদ আল আনসারি আল কুরতুবি, আল জামি লি আহকামিল কুরআন, ১৪১৫ হি/ ১৯৯৫ খ্রি, দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন।

১৩. আবু মুহাম্মদ মাহমুদ ইবনু আহমাদ আল-আইনি, আল বিনায়াহ ফি শরহিল হিদায়াহ, ২য় প্রকাশ, ১৪১১ হি/ ১৯৯০ খ্রি, দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন।

১৪. আবুল ফারজ আলি ইবনুল হুসাইন আল আসফাহানি, আল আগানি, ৩য় প্রকাশ, ১৪০১ হি/১৯৮১ খ্রি, দারুস সাকাফাহ, বৈরুত, লেবানন।

১৫. আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশআস আস সিজিস্তানি, আস সুনান, তাহকীক: মুহাম্মদ মুহিয়ুদ্দিন আবদুল হামিদ, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত।

১৬. মুহাম্মদ ইবনু ইসমাইল আল বুখারি, আল জামিউস সহিহ, তাহকীক: মুহাম্মদ জুহাইর ইবনু নাসির আন নাসির, ১ম প্রকাশ, ১৪২২ হি/২০০১ খ্রি, দারু তওকুন নাজাহ, দামেস্ক।

- আত তারিখুল কাবির, তাহকীক: আস সাইয়্যিদ হাশিম আন নাদভি, ১৪০৬ হি/১৯৮৬ খ্রি, দারুল ফিকর।

১৭. ইব্রাহীম আল গুমারি, মুজাক্কিরাহ খাসসাহ ফিল আকীদাহ, অপ্রকাশিত।

১৮. সালিম ইবনু হামদ ইবনু সুলাইমান আল হারিসি, আল উকুদুল ফিদ্যিয়্যাহ ফি উসূলিল ইবাদিয়্যাহ, ১৪০৩ হি/১৯৮৩ খ্রি, ঐতিহ্য মন্ত্রণালয়, মাসকাট, ওমান।

১৯. হুসাইন উবাইদ গানিম গাব্বাশ, উমান: আদ দিমুকরাতিয়্যাতুল ইসলামিয়্যাতু তাকালিদুল ইমামাহ ওয়াত তারিখিস সিয়াসিয়্যিল হাদিস, ১ম প্রকাশ, ১৪১৮ হি/১৯৯৭ খ্রি, দারুল জাদীদ, বৈরুত, লেবানন।

২০. খইরুদ্দিন যিরিকলি, আল আ'লাম, ৫ ভলিয়ুম, ১০ খণ্ড, ১৯৫৩ হি/১৯৫৯ খ্রি, মাতবায়া কুস্তাসু মাস।

২১. আবু মুসলিম, নাসির ইবন সালিম, আদ দিওয়ান, ১৪০৬ হি/১৯৮৬ খ্রি, দারুল মুখতার।

২২. রিওয়ায়াত ইবাদিয়্যাহ, নিকাহুশ শিগার গ্রন্থের সাথে যুক্ত অপ্রকাশিত পুস্তিকা, আবদুল্লাহ ইবন আবদুল আজিজ।

২৩. আদ দারাকুতনি, আলি ইবন উমর আবুল হাসান, আদ দুআফা ওয়াল মাতরুকুন, তাহকীক: সুবহি আল বদরী আস সামাররাইয়ি, ১৪০৪ হি/১৯৮৪ খ্রি, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, লেবানন।

২৪. আদ দুরজিনি, আহমদ ইবন সাঈদ আবুল আব্বাস, তাবাকাতুল মাশায়িখ বিল মাগরিব, দুই খণ্ড, তাহকীক: ইবরাহীম তলাই, মাতবায়াতুল বা'স, কুসুন্তিনা, আলজেরিয়া।

২৫. আয যাহাবি, শামসুদ্দিন আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু আহমদ ইবনু উসমান, মিযানুল ই'তিদাল ফি নাকদির রিজাল, তাহকীক: আলি মুহাম্মাদ আল বাজাউই, ১৩৮২ হি/১৯৬৩ খ্রি, দারুল মা'রিফা, বৈরুত, লেবানন।

২৬. আস-সালিমি, আবদুল্লাহ ইবনু হুমাইদ, শরহুল জামি' আস সহিহ, ১৪২৫ হি/২০০৪ খ্রি, সিব, দক্ষিণ হিল, ওমান।

- জাওহারুন নিজাম ফি ইলমিল আদইয়ানি ওয়াল আহকাম, একাদশ প্রকাশ, ১৪১০ হি/১৯৮৯ খ্রি।

- মানযুমাতু কাশফিল হাকিকহ লিমান জাহিলাত তরিকাহ, আল মাতাবিয়ুল আলামিয়্যাহ, ওমান।
- তুহফাতুল আ'ইয়ান বি সিরাতি আহলি উমান, মাকতাবাতুল ইস্তিকামাহ, ১৪১৭ হি/১৯৯৭ খ্রি।
২৭. সাইয়্যিদ কুতব, মাজাল্লাতুশ-শিহাব আল-মিসরিয়্যাহ, সংখ্যা ১৫, ১৫ মার্চ ১৯৪৮ খ্রি।
২৮. সাঈদ ইবনু মুবারক আল কন্নুবী, ফাতাওয়া (অপ্রকাশিত)।
২৯. আস সিয়্যাবি, আহমদ ইবনু সুউদ, রিসালাহ ফি রাফ' ওয়াদ দম্মি ফিস-সালাত, ওযারাতুল আওকাফ ওয়াশ-শুয়ূনিল ইসলামিয়্যাহ, ওমান।
৩০. আস সাইয়্যিদ আবদুল হাফিয আবদু রব্বিহি, আল ইবাদিয়্যাহ মানহাজ, মাযহাব ওয়া সুলুক, ১৪০৬ হি/১৯৮৬ খ্রি, মাকতাবাতুল ইস্তিকামাহ, রুই, ওমান।
৩১. আশ শামাখি, আবুল আব্বাস আহমদ ইবনু সাঈদ ইবনু আব্দিল ওয়াহিদ, কিতাবুস সিয়ার, তাহকীক: আহমদ ইবন সুউদ আস সিয়্যাবি, ২ খণ্ড, ১৪০৭ হি/১৯৮৭ খ্রি, জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়, ওমান।
৩২. আস সানআ'নি আল আমির, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল, সুবুলুস সালাম শরহ বুলুগিল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম, তাহকীক: ফাওয়াজ আহমদ যুমুরলি, ৫ম প্রকাশ, ১৪১০ হি/ ১৯৯০ খ্রি, দারুল কিতাবুল আরাবী, বৈরুত, লেবানন।
৩৩. আত তাবারী, আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবনু জারির, তারিখুল উমামি ওয়াল মুলুক, ৩য় প্রকাশ, ১৪০৮ হি/১৯৮৮ খ্রি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন।
৩৪. আমর নামি, দিরাসাত আনিল ইবাদিয়্যাহ, তাহকীক: মুহাম্মদ সালিহ নাসির ও মুস্তাফা বাজু, ১৪২২ হি/২০০১ খ্রি, দারুল গারবিল ইসলামী, বৈরুত, লেবানন।
৩৫. আল ফারাহিদি, রবি ইবনু হাবিব আবু উমার, আল-জামিয়ু'স সহিহ মুসনাদুল ইমামি আর রবি ইবনু হাবীব, ইবনু উমার আল আযদি আল বাসরি, তাহকীক: সুউদ ইবনু আবদিল্লাহ আল উহাইবি, ১ম প্রকাশ, ১৪১৫ হি/১৯৯৪ খ্রি, মাকতাবাতু মাসকাত।

৩৬. কান্ধালভি, মুহাম্মদ যাকারিয়া ইবনু ইয়াহইয়া, আওজাজুল মাসালিক ইলা মুয়াত্তায়ি মালিক, তাহকিক: তাকিয়্যুদ্দিন নদভী, ১ম প্রকাশ, ১৪২৪ হি/২০০৩ খ্রি, দারুল কলম, দামেস্ক, সিরিয়া।
৩৭. মুহাম্মদ নাঈম, আল-কানুন ফি আ'কায়িদিল ফিরাকি ওয়াল মাযাহিবিল ইসলামিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪২৮ হি/২০০৮ খ্রি, দারুস সালাম।
৩৮. আল-মু'তাসিম ইবন সাঈদ আল মি'ওয়ালি, আল-মু'তামাদ ফি ফিকহিস-সালাত, ৪র্থ প্রকাশ, ১৪৩১ হি/২০১০ খ্রি, বৈরুত, লেবানন।
৩৯. মুসলিম, আবুল হুসাইন ইবনুল হাজ্জাজ আল কুশাইরি আন নাইসাবুরি, আল জামি'উস সহিহ, তাহকীক: মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকী, ১৩৩৭ হি/১৯৫৪ খ্রি, দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরবি, বৈরুত, লেবানন।
৪০. মুহাম্মদ ইবন হিব্বান, সহীহু ইবনি হিব্বান, বিন্যাস: আলাউদ্দিন ইবনু বালবান, তাহকীক: শুআ'ইব আল আরনাউত, ২য় প্রকাশ, ১৪১৪ হি/১৯৯৩ খ্রি, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, লেবানন।
৪১. নববি, আল-মিনহাজ শরহু সহিহি মুসলিম, ২য় প্রকাশ, ১৩৯২ হি/১৯৭২ খ্রি, দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত, লেবানন।
৪২. নাসির ইবন মাতর আল মাসকরি, আল আকিদাতুল ইসলামিয়্যাহ ফি দওয়িল আকলি ওয়ান নাকল, ৫ম প্রকাশ, ১৪৩৩ হি/২০১২ খ্রি, তইফ লিত তিবায়াহ, গারদায়া, আলজেরিয়া।
- আল ইবাদিয়্যাহ ফি মাইদানিল হাক্কি, ৬ষ্ট প্রকাশ, ১৪৩৪ হি/২০১৩ খ্রি, তইফ লিত তিবায়াহ, গারদায়া, আলজেরিয়া।

সূচীপত্র

লেখকের ভূমিকা ৭
অবিচল সত্য মাযহাব ১১
মাযহাবের ইতিহাস ১৫
আলাদা হওয়ার কাল ২১
অন্যদের সাথে ব্যবহার ২৬
সংখ্যাগত মূল্যায়ন ৩০
প্রতিষ্ঠিত মূলনীতি ৩৫
নামাজ আদায় পদ্ধতির পার্থক্য ৪০
এক সালাম প্রসিদ্ধ মত ৪১
আকিদার বিষয়াবলি ৫০
আল্লাহর পবিত্রতা ৫২
অবিরত কাবিরা গুনাহকারির জাহান্নামে স্থায়ী হওয়া ৫৫
নেমাত অস্বীকারের কুফর ৫৮
শাফায়াত ৬২
অবতীর্ণ কুরআনের সৃষ্ট হওয়া ৬৫
আল্লাহর কালাম দুই ধরনের ৬৯
ওমানবাসীর স্বেচ্ছায় ইসলামগ্রহণ ৭৩
উপসংহার ৭৮
গ্রন্থপঞ্জী ৮৩
সূচীপত্র ৮৭